ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৫৯৭(আগরতলা ১১।০৯)
খোয়াই, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

রাজ্যবাসীর কল্যাণে ভিশন ডকুমেন্টের প্রতিশ্রুতি রূপায়নে সরকার বদ্ধপরিকর ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যবাসীর কল্যাণে ভিশন ডকুমেন্টের প্রতিশ্রুতি রূপায়ণে সরকার বদ্ধপরিকর। রাজ্যের ৩৭ লক্ষ মানুষের কল্যাণে ভিশন ডকুমেন্টে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রূপায়ণে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। আজ খোয়াই অফিস টিলায় খোয়াই জেলা ও দায়রা আদালতের নবনির্মিত ত্রিতল ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। খোয়াই জেলা ও দায়রা আদালতের নতুন ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জয় কারোল। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার মুখ্য সচেতক বিধায়ক কল্যাণী রায়, খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, সহকারি সভাধিপতি হরিশঙ্কর পাল, ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি সুভাশীষ তলাপাত্র, বিচারপতি অরিন্দম লোধ, রাজ্যের এডভোকেট জেনারেল অরুণ কান্তি ভৌমিক প্রমুখ।

জেলা ও দায়রা আদালতের নতুন ভবনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, বর্তমান সরকারের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে জনগণকে স্বচ্ছ প্রশাসন উপহার দেওয়া। সরকার সেই লক্ষ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আগামী ৩ বছরে রাজ্যকে একটি মডেল রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলা। জনকল্যাণে রূপায়িত কর্মসূচি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ করতে হবে। তিনি বলেন, মেধা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে রাজ্যকে মডেল রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব। এজন্য চাই কর্মসংস্কৃতি ও গুণগত কাজ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যকে নেশামুক্ত করার লক্ষ্যে যে অভিযান শুরু হয়েছিল তাতে অনেকটাই সাফল্য এসেছে। নেশাসামগ্রীর কারবার ছাড়া অন্য পথেও রোজগার করা সম্ভব। আর এতেই সমাজের মঙ্গল হয়। কারণ নেশার কারণে মহিলাদের উপর নির্যাতন বৃদ্ধি পায়। মুখ্যমন্ত্রী নেশা কারবারী, কালোবাজারি ও মহিলাদের উপর নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের কৃষকদের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে ২ লক্ষ ১৫ হাজার কৃষককে তিন কিস্তিতে বছরে ৬ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৮৮ কোটি টাকা রাজ্যের গরিব কৃষকদের কাছে গেছে। এই প্রকল্পে কৃষকদের একাউন্টে সরাসরি অর্থরাশি যাচ্ছে। তিনি বলেন, এই প্রথম রাজ্য সরকার ভারতীয় খাদ্য নিগমের মাধ্যমে যৌথভাবে ন্যূনতম সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় করেছে।

২য় পাতায়

এই কর্মসূচিতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতি কেজি ১৭.৫০ টাকা মূল্যে ১০,৪০৬ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হয়েছে এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৬,৪৭০ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হয়েছে। এতে উপকৃত হয়েছেন রাজ্যের কৃষকরা। আগে তারা ১০ টাকা কেজি দরে ধান বিক্রি করতেন। এখন ১৭.৫০ টাকায় বিক্রি করতে পারায় কৃষকরা লাভবান হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার শূন্য থেকে শুরু করেছে। ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরাবাসীর উন্নয়নে বর্তমান সরকার আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে রাজ্যে অপরাধীদের সাজার হার ৩০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৭ শতাংশ হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জয় কারোল বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই নবনির্মিত এই ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। তিনি জানান, খোয়াই জেলা ও দায়রা আদালতের নির্মাণ কাজ সময়মত শেষ করার ক্ষেত্রে খোয়াই জেলা প্রশাসন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। জেলা প্রশাসনের এই ভূমিকার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন খোয়াই জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারপতি পি কে দত্ত। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস নাথ। অনুষ্ঠানে জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, খোয়াই বার এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

*****